BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

BUKHARI SHARIF (1st VOLUME)

BANGLA TRANSLATION

NET RELEASE BY : WWW.BANGLAINTERNET.COM

PART : TAYAMMUM

كِتَابُ التَّيَمُّمِ

তায়াম্মুম অধ্যায়

banglainternet.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম দয়াময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

كِتَابُ التَّيَمُّمِ

তায়াম্মুম অধ্যায়

٢٣٣. بَابُ قَوْلُ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيْكُمْ مِنْهُ .

২৩৩. পরিচ্ছেদ ঃ আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ

فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيْكُمْ مِنْهُ .

"এবং তোমরা পানি না পেলে পাক মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করবে এবং তা তোমরা তোমাদের মুখ ও হাতে বুলাবে" (৪ ঃ ৪৩)

٣٢٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ بَعْضِ أَسْفَارِهِ حَتّٰى اِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ اَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ انْقَطَعَ عِقْدٌ لِيْ فَاَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْتِمَاسِهِ وَاَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ وَلَيْسُوْا عَلَى مَاءٍ فَاَتَى النَّاسُ اِلَى اَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ فَقَالُوْا اَلاَتَرَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ اَقَامَتْ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَالنَّاسِ وَلَيْسُوْا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَجَاءَ أَبُوْ بَكْرٍ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِيْ قَدْنَامَ فَقَالَ حَبَسْتِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَالنَّاسَ وَلَيْسُوْا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَعَاتَبَنِيْ أَبُوْ بَكْرٍ وَقَالَ مَاشَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَّقُوْلَ وَجَعَلَ يَطْعَنُنِيْ بِيَدِهِ فِيْ خَاصِرَتِيْ فَلاَ يَمْنَعُنِيْ مِنَ التَّحَرُّكِ اِلاَّ مَكَانُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلَى فَخِذِيْ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ أٰيَةَ التَّيَمُّمِ فَتَيَمَّمُوْا . فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ الْحُضَيْرِ مَا هِيَ بِاَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا اٰلَ أَبِيْ بَكْرٍ قَالَتْ فَبَعَثْنَا الْبَعِيْرَ الَّذِيْ كُنْتُ عَلَيْهِ فَاَصَبْنَا الْعِقْدَ تَحْتَهُ .

banglainternet.com

৩২৭ 'আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র).....নবী ﷺ-এর স্ত্রী 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে কোন এক সফরে বেরিয়েছিলাম। যখন আমরা 'বায়যা' অথবা 'যাতুল জায়শ' নামক স্থানে পৌঁছলাম তখন আমার একখানা হার হারিয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখানে হারের খোঁজে থেমে গেলেন আর লোকেরাও তাঁর সঙ্গে থেমে গেলেন, অথচ তাঁরা পানির নিকটে ছিলেন না। তখন লোকেরা আবূ বকর (রা)-এর কাছে এসে বললেন ঃ 'আয়িশা কি করেছেন আপনি কি দেখেন নি? তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ ও লোকদের আটকিয়ে ফেলেছেন, অথচ তাঁরা পানির নিকটে নেই এবং তাঁদের সাথেও পানি নেই। আবূ বকর (রা) আমার নিকট আসলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার উরুর উপরে মাথা রেখে ঘুমিয়েছিলেন। আবূ বকর (রা) বললেন ঃ তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর লোকদের আটকিয়ে ফেলেছ! অথচ আশেপাশে কোথাও পানি নেই। এবং তাদের সাথেও পানি নেই। 'আয়িশা (রা) বলেন ঃ আবূ বকর আমাকে খুব তিরস্কার করলেন আর, আল্লাহ্‌র ইচ্ছা, তিনি যা খুশি তাই বললেন। তিনি আমার কোমরে আঘাত দিতে লাগলেন। আমার উরুর উপর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মাথা থাকায় আমি নড়তে পারছিলাম না। রাসূলুল্লাহ ﷺ ভোরে উঠলেন, কিন্তু পানি ছিল না। তখন আল্লাহ তা'আলা তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল করলেন। তারপর সবাই তায়াম্মুম করে নিলেন। উসায়দ ইব্ন হুযায়র (রা) বললেন ঃ হে আবূ বকরের পরিবারবর্গ ! এটাই আপনাদের প্রথম বরকত নয়। 'আয়িশা (রা) বলেন ঃ তারপর আমি যে উটে ছিলাম তাকে দাঁড় করালে দেখি আমার হারখানা তার নীচে পড়ে আছে।

٣٢٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ هُوَ الْعَوَقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ النَّضْرِ قَالَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ هُوَ ابْنُ صُهَيْبٍ الْفَقِيرُ قَالَ أَخْبَرَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي ، نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ ، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا ، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي ، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً .

৩২৮ মুহাম্মদ ইব্ন সিনান ও সা'ঈদ ইব্ন নাযর (র).....জাবির ইব্ন 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন ঃ আমাকে এমন পাঁচটি বিষয় দান করা হয়েছে, যা আমার পূর্বে কাউকেও দেওয়া হয়নি। (১) আমাকে এমন প্রভাব দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে যে, একমাস দূরত্বেও তা প্রতিফলিত হয়; (২) সমস্ত যমীন আমার জন্য পবিত্র ও সালাত আদায়ের উপযোগী করা হয়েছে। কাজেই আমার উম্মতের যে কোন লোক ওয়াক্ত হলেই সালাত আদায় করতে পারবে; (৩) আমার জন্য গনীমতের মাল হালাল করে দেওয়া হয়েছে, যা আমার আগে আর কারো জন্য হালাল করা হয়নি; (৪) আমাকে (ব্যাপক) শাফা'আতের অধিকার দেওয়া হয়েছে ; (৫) সমস্ত নবী প্রেরিত হতেন কেবল তাদের সম্প্রদায়ের জন্য, আর আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে সমগ্র মানব জাতির জন্য।

banglainternet.com

٢٣٤. بَابٌ اِذَا لَمْ يَجِدْ مَاءً وَلاَ تُرَابًا

২৩৪. পরিচ্ছেদ ঃ পানি ও মাটি পাওয়া না গেলে

٣٢٩ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ اَسْمَاءَ قِلاَدَةً فَهَلَكَتْ فَبَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَجُلاً فَوَجَدَهَا فَاَدْرَكَتْهُمُ الصَّلاَةُ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَصَلَّوْا فَشَكَوْا ذٰلِكَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ اٰيَةَ التَّيَمُّمِ فَقَالَ اُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ لِعَائِشَةَ جَزَاكِ اللّٰهُ خَيْرًا ، فَوَ اللّٰهِ مَا نَزَلَ بِكِ اَمْرٌ تَكْرَهِيْنَهُ اِلاَّ جَعَلَ اللّٰهُ ذٰلِكِ لَكِ وَلِلْمُسْلِمِيْنَ فِيْهِ خَيْرًا .

৩২৯ যাকারিয়্যা ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র).....'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি এক সময়ে (তাঁর বোন) আসমা (রা)-এর হার ধার করে নিয়ে গিয়েছিলেন। (পথিমধ্যে) হারখানা হারিয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ সেটির খোঁজে লোক পাঠালেন। তিনি এমন সময় হারটি পেলেন, যখন তাঁদের সালাতের ওয়াক্ত হয়ে গিয়েছিল অথচ তাঁদের কাছে পানি ছিল না। তাঁরা সালাত আদায় করলেন। তারপর বিষয়টি তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে বর্ণনা করেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল করেন। সেজন্য উসায়দ ইব্ন হুযায়র (রা) 'আয়িশা (রা)-কে লক্ষ্য করে বললেন ঃ আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন। আল্লাহ্র কসম! আপনি যে কোন অপসন্দনীয় পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন, তাতেই আল্লাহ তা'আলা আপনার ও সমস্ত মুসলমানের জন্যে কল্যাণ রেখেছেন।

٢٣٥. بَابُ التَّيَمُّمِ فِى الْحَضَرِ اِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ وَخَافَ فَوْتَ الصَّلاَةِ

وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ وَقَالَ الْحَسَنُ فِى الْمَرِيْضِ عِنْدَهُ الْمَاءُ وَلاَ يَجِدُ مَنْ يُنَاوِلُهُ يَتَيَمَّمُ وَاَقْبَلَ ابْنُ عُمَرَ مِنْ اَرْضِهِ بِالْجُرُفِ فَحَضَرَتِ الْعَصْرُ بِمَرْبَدِ النَّعَمِ فَصَلّٰى ثُمَّ دَخَلَ الْمَدِيْنَةَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ فَلَمْ يُعِدْ .

২৩৫. পরিচ্ছেদ ঃ মুকীম অবস্থায় পানি না পেলে এবং সালাত ছুটে যাওয়ার ভয় থাকলে তায়াম্মুম করা

'আতা (র)—এর অভিমতও তাই। হাসান বসরী (র) বলেন ঃ যে রোগীর কাছে পানি আছে কিন্তু তার কাছে তা পৌঁছানোর কোন লোক না থাকে, তবে সে তায়াম্মুম করবে। ইব্ন 'উমর (রা) তাঁর জুরুফ নামক স্থানের জমি থেকে ফেরার সময় 'মারবাদুন্না'আম'—এ পৌঁছলে আসরের সময় হয়ে যায়। তখন তিনি (তায়াম্মুম করে) সালাত আদায় করলেন। পরে তিনি মদীনা পৌঁছলেন। তখনো সূর্য উপরে ছিল। কিন্তু তিনি সালাত পুনরায় আদায় করলেন না

٣٣٠ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنِ الْاَعْرَجِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَيْرًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَقْبَلْتُ اَنَا وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُوْنَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ حَتّٰى دَخَلْنَا عَلٰى اَبِى جُهَيْمِ بْنِ

banglainternet.com

الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الْاَنْصَارِيِّ ، فَقَالَ اَبُو الْجُهَيْمِ اَقْبَلَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ نَحْوِ بِيْرِ جَمَلٍ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ حَتّٰى اَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ .

৩৩০ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র (র).....আবূ জুহাইম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ (মদীনার নিকটস্থ) 'বি'রে জামাল' থেকে আসছিলেন। পথিমধ্যে তাঁর সাথে এক ব্যক্তির দেখা হলো। লোকটি তাঁকে সালাম করলো। নবী ﷺ জওয়াব না দিয়ে দেয়ালের কাছে অগ্রসর হয়ে তাতে (হাত মেরে) নিজ চেহারা ও হস্তদ্বয় মসেহ করে নিলেন, তারপর সালামের জওয়াব দিলেন।

٢٣٦. بَابُ الصَّعِيْدُ لِلتَّيَمُّمِ هَلْ يَنْفُخُ فِيْ يَدَيْهِ بَعْدَ مَا يَضْرِبُ بِهِمَا

২৩৬. পরিচ্ছেদ ঃ তায়াম্মুমের জন্য মাটিতে হাত মারার পর হস্তদ্বয়ে ফুঁ দেওয়া

٣٣١ حَدَّثَنَا اٰدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ عَنْ ذَرٍّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى عَنْ اَبِيْهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلٰى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ اِنِّى اَجْنَبْتُ فَلَمْ اُصِبِ الْمَاءَ فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ اَمَا تَذْكُرُ اَنَّا كُنَّا فِيْ سَفَرٍ اَنَا وَاَنْتَ فَاَجْنَبْنَا ، فَاَمَّا اَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ ، وَاَمَّا اَنَا فَتَمَعَّكْتُ فَصَلَّيْتُ فَذَكَرْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْكَ هٰكَذَا فَضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ بِكَفَّيْهِ الْاَرْضَ وَنَفَخَ فِيْهِمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ .

৩৩১ আদম (র).....সা'ঈদ ইব্ন 'আবদুর রহমান ইব্ন আবযা তাঁর পিতা ['আবদুর রহমান (রা)] থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি 'উমর ইব্নুল খাত্তাব (রা)-এর নিকট এসে জানতে চাইল ঃ একবার আমার গোসলের প্রয়োজন হল অথচ আমি পানি পেলাম না। তখন 'আম্মার ইব্ন ইয়াসির (রা) 'উমর ইব্নুল খাত্তাব (রা)-কে বললেন ঃ আপনার কি সেই ঘটনা স্মরণ আছে যে, এক সময় আমরা দু'জন সফরে ছিলাম এবং দু'জনেরই গোসলের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। আপনি তো সালাত আদায় করলেন না। আর আমি মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে সালাত আদায় করলাম। তারপর আমি ঘটনাটি নবী ﷺ-এর কাছে বর্ণনা করলাম। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ তোমার জন্য তো এটুকুই যথেষ্ট ছিল। এ বলে নবী ﷺ দু' হাত মাটিতে মারলেন এবং দু'হাতে ফুঁ দিয়ে তাঁর চেহারা ও উভয় হাত মসেহ করলেন।

٢٣٧. بَابُ التَّيَمُّمِ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ

২৩৭. পরিচ্ছেদ ঃ মুখমণ্ডলে ও হস্তদ্বয়ে তায়াম্মুম করা

٣٣٢ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ اَخْبَرَنِى الْحَكَمُ عَنْ ذَرٍّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى عَنْ اَبِيْهِ قَالَ عَمَّارٌ بِهٰذَا وَضَرَبَ شُعْبَةُ بِيَدَيْهِ الْاَرْضَ ثُمَّ اَدْنَاهُمَا مِنْ فِيْهِ ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ ، وَقَالَ النَّضْرُ اَخْبَرَنَا

banglainternet.com

شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ ذَرًّا يَقُوْلُ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى قَالَ الْحَكَمُ وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ عَمَّارٌ .

৩৩২ হাজ্জাজ (র).....'আবদুর রহমান ইবন আবযা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ 'আম্মার (রা)-ও এ কথা (যা পূর্বের হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে তা) বর্ণনা করেছেন। শু'বা (র) নিজের হস্তদ্বয় মাটিতে মেরে মুখের কাছে নিলেন (ফুঁ দিলেন)। তারপর নিজের চেহারা ও হস্তদ্বয় মসেহ করলেন। নাযর (র) শু'বা (র) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٣٣٣ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ ذَرٍّ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ شَهِدَ عُمَرَ ، وَقَالَ لَهُ عَمَّارٌ كُنَّا فِيْ سَرِيَّةٍ فَاَجْنَبْنَا وَقَالَ تَفَلَ فِيْهِمَا .

৩৩৩ সুলায়মান ইব্ন হারব (র).....ইব্ন 'আবদুর রহমান ইব্ন আব্যা (র) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি ('আবদুর রহমান) 'উমর (রা)-এর কাছে উপস্থিত ছিলেন, আর 'আম্মার (রা) তাঁকে বলেছিলেন ঃ আমরা এক অভিযানে গিয়েছিলাম, আমরা উভয়ই জুনুবী হয়ে পড়লাম। উক্ত রেওয়ায়েতে হাত দু'টোতে ফুঁ দেয়ার বর্ণনা نفخ فيهما -এর স্থলে تفل فيهما বলেছেন। উভয়েই সমার্থক।

٣٣٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ ذَرٍّ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ قَالَ عَمَّارٌ لِعُمَرَ تَمَعَّكْتُ فَاَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَكْفِيْكَ الْوَجْهُ وَالْكَفَّيْنِ .

৩৩৪ মুহাম্মদ ইব্ন কাসীর (র).....'আবদুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ 'আম্মার (রা) 'উমর (রা)-কে বলেছিলেন ঃ (আমি তায়াম্মুমের উদ্দেশ্যে) মাটিতে গড়াগড়ি দিলাম। পরে নবী ﷺ-এর কাছে গেলাম। তখন তিনি বলেছিলেন ঃ চেহারা ও হাত দু'টো মসেহ করাই তোমার জন্য যথেষ্ট।

٣٣٥ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ ذَرٍّ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ شَهِدْتُ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ عَمَّارٌ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ .

৩৩৫ মুসলিম (ইব্ন ইব্রাহীম) (র)..... 'আবদুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 'উমর (রা)-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম, 'আম্মার (রা) তাঁকে বললেন,... এরপর রাবী পূর্বের হাদীসটি বর্ণনা করেন।

٣٣٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ ذَرٍّ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ عَمَّارٌ فَضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ الْاَرْضَ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ .

৩৩৬ মুহাম্মাদ ইব্ন বাশশার (র).....ইব্ন 'আবদুর রহমান ইব্ন আবযা তাঁর পিতা ('আবদুর রহমান) থেকে বর্ণনা করেন যে, 'আম্মার (রা) বলেছেন ঃ নবী ﷺ মাটিতে হাত মারলেন এবং তাঁর চেহারা ও হস্তদ্বয় মসেহ করলেন।

banglainternet.com

٢٣٨. بَابُ الصَّعِيْدُ الطَّيِّبُ وَضُوْءُ الْمُسْلِمِ يَكْفِيْهِ مِنَ الْمَاءِ

وَقَالَ الْحَسَنُ يُجْزِئُهُ التَّيَمُّمُ مَا لَمْ يُحْدِثْ وَاَمَّ ابْنُ عَبَّاسٍ وَهُوَ مُتَيَمِّمٌ ، وَقَالَ يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ لاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ عَلَى السَّبْخَةِ وَالتَّيَمُّمِ بِهَا -

২৩৮. পরিচ্ছেদ ঃ পাক মাটি মুসলিমদের উযূর পানির স্থলবর্তী। পবিত্রতার জন্য পানির পরিবর্তে এটাই যথেষ্ট

হাসান (র) বলেন ঃ হাদস না হওয়া পর্যন্ত তার জন্য তায়াম্মুমই যথেষ্ট। ইব্ন 'আব্বাস (রা) তায়াম্মুম করে ইমামতি করেছেন। ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সা'ঈদ (র) বলেন ঃ লোনা ভূমিতে সালাত আদায় করা বা তাতে তায়াম্মুম করায় কোন বাধা নেই

٣٣٧ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنِيْ يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ رَجَاءٍ عَنْ عِمْرَانَ قَالَ كُنَّا فِيْ سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَاِنَّا اَسْرَيْنَا حَتّٰى كُنَّا فِيْ اٰخِرِ اللَّيْلِ وَقَعْنَا وَقْعَةً وَلاَ وَقْعَةَ اَحْلٰى عِنْدَ الْمُسَافِرِ مِنْهَا فَمَا اَيْقَظَنَا اِلاَّ حَرُّ الشَّمْسِ ، وَكَانَ اَوَّلَ مَنِ اسْتَيْقَظَ فُلاَنٌ ثُمَّ فُلاَنٌ ثُمَّ فُلاَنٌ يُسَمِّيْهِمْ أَبُوْ رَجَاءٍ فَنَسِيَ عَوْفٌ ثُمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الرَّابِعُ ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا نَامَ لَمْ يُوْقَظْ حَتّٰى يَكُوْنَ هُوَ يَسْتَيْقِظُ لِاَنَّا لاَنَدْرِيْ مَا يَحْدُثُ لَهُ فِيْ نَوْمِهِ فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ عُمَرُ وَرَأَى مَا اَصَابَ النَّاسَ وَكَانَ رَجُلاً جَلِيْدًا فَكَبَّرَ وَرَفَعَ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيْرِ فَمَا زَالَ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيْرِ حَتّٰى اسْتَيْقَظَ بِصَوْتِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ شَكَوْا اِلَيْهِ الَّذِيْ أَصَابَهُمْ قَالَ لاَضَيْرَ اَوْ لاَ يَضِيْرُ اِرْتَحِلُوْا فَارْتَحَلَ فَسَارَ غَيْرَ بَعِيْدٍ ثُمَّ نَزَلَ فَدَعَا بِالْوَضُوْءِ فَتَوَضَّأَ وَ نُوْدِيَ بِالصَّلاَةِ فَصَلّٰى بِالنَّاسِ فَلَمَّا انْفَتَلَ مِنْ صَلاَتِهِ اِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُعْتَزِلٍ لَمْ يُصَلِّ مَعَ الْقَوْمِ قَالَ مَا مَنَعَكَ يَا فُلاَنُ اَنْ تُصَلِّيَ مَعَ الْقَوْمِ قَالَ اَصَابَتْنِيْ جَنَابَةٌ وَلاَ مَاءَ قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّعِيْدِ فَاِنَّهُ يَكْفِيْكَ ثُمَّ سَارَ النَّبِيُّ ﷺ فَاشْتَكٰى اِلَيْهِ النَّاسُ مِنَ الْعَطَشِ فَنَزَلَ فَدَعَا فُلاَنًا كَانَ يُسَمِّيْهِ اَبُوْ رَجَاءٍ نَسِيَهُ عَوْفٌ وَدَعَا عَلِيًّا فَقَالَ اذْهَبَا فَابْتَغِيَا الْمَاءَ فَانْطَلَقَا فَتَلَقَّيَا امْرَأَةً بَيْنَ مَزَادَتَيْنِ اَوْ سَطِيْحَتَيْنِ مِنْ مَاءٍ عَلٰى بَعِيْرٍ لَهَا فَقَالاَ لَهَا اَيْنَ الْمَاءُ قَالَتْ عَهْدِيْ بِالْمَاءِ اَمْسِ هٰذِهِ السَّاعَةَ وَنَفَرُنَا خُلُوْفًا قَالاَ لَهَا انْطَلِقِيْ اِذًا قَالَتْ اِلٰى اَيْنَ قَالاَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ الَّذِيْ يُقَالُ لَهُ الصَّابِئُ قَالاَ هُوَ الَّذِيْ تَعْنِيْنَ فَانْطَلِقِيْ فَجَاءَا بِهَا اِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَحَدَّثَاهُ الْحَدِيْثَ قَالَ فَاسْتَنْزَلُوْهَا عَنْ بَعِيْرِهَا وَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ بِاِنَاءٍ فَفَرَّغَ فِيْهِ مِنْ اَفْوَاهِ الْمَزَادَتَيْنِ اَوْسَطِيْحَتَيْنِ وَ اَوْكَأَ اَفْوَاهَهُمَا

banglainternet.com

وَ أَطْلَقَ الْعَزَالِيَ وَنُودِيَ فِي النَّاسِ اسْقُوْا وَاسْتَقُوْا فَسَقَى مَنْ شَاءَ وَاسْتَقَى مَنْ شَاءَ وَكَانَ اٰخِرُ ذَاكَ اَنْ اَعْطَى الَّذِيْ أَصَابَتْهُ الْجَنَابَةُ اِنَاءً مِنْ مَاءٍ قَالَ اذْهَبْ فَأَفْرِغْهُ عَلَيْكَ وَهِيَ قَائِمَةٌ تَنْظُرُ اِلَى مَا يُفْعَلُ بِمَائِهَا وَايْمُ اللّٰهِ لَقَدْ أُقْلِعَ عَنْهَا وَاِنَّهُ لَيُخَيَّلُ اِلَيْنَا اَنَّهَا اَشَدُّ مِلَاءَةً مِنْهَا حِيْنَ ابْتَدَا فِيْهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اجْمَعُوْا لَهَا فَجَمَعُوْا لَهَا مِنْ بَيْنِ عَجْوَةٍ وَ دَقِيْقَةٍ وَسَوِيْقَةٍ حَتّٰى جَمَعُوْا لَهَا طَعَامًا فَجَعَلُوْهَا فِيْ ثَوْبٍ وَحَمَلُوْهَا عَلَى بَعِيْرِهَا وَوَضَعُوا الثَّوْبَ بَيْنَ يَدَيْهَا قَالَ لَهَا تَعْلَمِيْنَ مَا رَزِئْنَا مِنْ مَائِكِ شَيْئًا وَلٰكِنَّ اللّٰهَ هُوَ الَّذِيْ أَسْقَانَا فَاَتَتْ أَهْلَهَا وَقَدِ احْتَبَسَتْ عَنْهُمْ قَالُوْا مَاحَبَسَكِ يَافُلَانَةُ قَالَتِ الْعَجَبُ لَقِيَنِيْ رَجُلَانِ فَذَهَبَابِيْ اِلَى هٰذَا الرَّجُلِ الَّذِيْ يُقَالُ لَهُ الصَّابِئُ فَفَعَلَ كَذَا وَكَذَا فَوَ اللّٰهِ اِنَّهُ لَاَسْحَرُ النَّاسِ مِنْ بَيْنِ هٰذِهِ وَهٰذِهِ وَقَالَتْ بِاِصْبَعَيْهَا الْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةِ فَرَفَعَتْهُمَا اِلَى السَّمَاءِ تَعْنِي السَّمَاءَ وَالْاَرْضَ اَوْ اِنَّهُ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ حَقًّا فَكَانَ الْمُسْلِمُوْنَ بَعْدَ ذٰلِكَ يُغِيْرُوْنَ عَلَى مَنْ حَوْلَهَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَلَا يُصِيْبُوْنَ الصِّرْمَ الَّذِيْ هِيَ مِنْهُ . فَقَالَتْ يَوْمًا لِقَوْمِهَا مَا أُرَى اَنَّ هٰؤُلَاءِ الْقَوْمَ قَدْ يَدَعُوْنَكُمْ عَمَدًا فَهَلْ لَكُمْ فِي الْاِسْلَامِ فَاَطَاعُوْهَا فَدَخَلُوْا فِي الْاِسْلَامِ .

قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ صَبَأَ خَرَجَ مِنْ دِيْنٍ اِلٰى غَيْرِهِ - وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ الصَّابِئِيْنَ فِرْقَةٌ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ يَقْرَؤُنَ الزَّبُوْرَ - اَصْبُ اَمِلُّ .

৩৩৭ মুসাদ্দাদ (র).....'ইমরান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমরা নবী ﷺ-এর সঙ্গে এক সফরে ছিলাম। আমরা রাতে চলতে চলতে শেষরাতে এক স্থানে ঘুমিয়ে পড়লাম। মুসাফিরের জন্যে এর চাইতে মধুর ঘুম আর হতে পারে না। (আমরা এমন ঘোর নিদ্রায় নিমগ্ন ছিলাম যে,) সূর্যের তাপ ছাড়া অন্য কিছু আমাদের জাগাতে পারেনি। সর্বপ্রথম জাগলেন অমুক, তারপর অমুক, তারপর অমুক। (রাবী) আবূ রাজা' (র) তাঁদের সবাইর নাম নিয়েছিলেন কিন্তু 'আওফ (র) তাঁদের নাম মনে রাখতে পারেন নি। চতুর্থবারে জেগে উঠা ব্যক্তি ছিলেন 'উমর ইব্নুল খাত্তাব (রা)। নবী ﷺ ঘুমালে আমরা কেউ তাঁকে জাগাতাম না, যতক্ষণ না তিনি নিজেই জেগে উঠতেন। কারণ নিদ্রাবস্থায় তাঁর উপর কি অবতীর্ণ হচ্ছে তা তো আমাদের জানা নেই। 'উমর (রা) জেগে যখন মানুষের অবস্থা দেখলেন, আর তিনি ছিলেন দৃঢ়চিত্ত ব্যক্তি-- উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর বলতে শুরু করলেন। তিনি ক্রমাগত উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর বলতে থাকলেন। এমন কি তাঁর শব্দে নবী ﷺ জেগে উঠলেন। তখন লোকেরা তাঁর কাছে ওযর পেশ করলো। তিনি বললেন ঃ কোন ক্ষতি নেই বা বললেনঃ কোন ক্ষতি হবে না। এখান থেকে চল। তিনি চলতে লাগলেন। কিছু দূর গিয়ে থামলেন। উযূর পানি আনালেন এবং উযূ করলেন। সালাতের আযান দেওয়া হলো। তিনি লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন। সালাত শেষ করে দেখলেন, এক ব্যক্তি পৃথক দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি লোকদের সাথে সালাত আদায় করেন নি। নবী ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ হে অমুক! তোমাকে লোকদের সাথে সালাত আদায় করতে কিসে বাধা দিল? তিনি বললেন ঃ আমার উপর গোসল ফরয হয়েছে। অথচ পানি নেই। তিনি বললেন ঃ পবিত্র

banglainternet.com

মাটি নাও (তায়াম্মুম কর), এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট। নবী ﷺ পুনরায় সফর শুরু করলেন। লোকেরা তাঁকে পিপাসার কষ্ট জানালো। তিনি অবতরণ করলেন, তারপর অমুক ব্যক্তিকে ডাকলেন। (রাবী) আবূ রাজা' (র) তাঁর নাম উল্লেখ করেছিলেন কিন্তু 'আওফ (র) তা ভুলে গিয়েছেন। তিনি 'আলী (রা)-কেও ডাকলেন। তারপর উভয়কেই পানি খুঁজে আনতে বললেন। তাঁরা পানির খোঁজে বের হলেন। তাঁরা পথে এক মহিলাকে দুই মশক পানি উটের উপর করে নিতে দেখলেন। তাঁরা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ পানি কোথায় ? সে বললো ঃ গত্‌কাল এ সময়ে আমি পানির নিকটে ছিলাম। আমার গোত্র পেছনে রয়ে গেছে। তাঁরা বললেন ঃ এখন আমাদের সঙ্গে চলো। সে বললো ঃ কোথায় ? তাঁরা বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট। সে বললো ঃ সেই লোকটির কাছে যাকে সাবি' (ধর্ম পরিবর্তনকারী) বলা হয়? তাঁরা বললেন ঃ হাঁ, তোমরা যাকে এই বলে থাক। আচ্ছা, এখন চল। তাঁরা তাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এলেন এবং সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন। 'ইমরান (রা) বলেন ঃ লোকেরা স্ত্রীলোকটিকে তার উট থেকে নামালেন। তারপর নবী ﷺ একটি পাত্র আনতে বললেন এবং উভয় মশকের মুখ খুলে তাতে পানি ঢাললেন এবং সেগুলোর মুখ বন্ধ করে দিলেন। তারপর সে মশকের নীচের মুখ খুলে দিয়ে লোকদের মধ্যে পানি পান করার ও জন্তু-জানোয়ারকে পানি পান করানোর ঘোষণা দিয়ে দিলেন। তাঁদের মধ্যে যার ইচ্ছা পানি পান করলেন ও জন্তুকে পান করালেন। অবশেষে যে ব্যক্তির গোসলের দরকার ছিল, তাকেও এক পাত্র পানি দিয়ে নবী ﷺ বললেন ঃ এ পানি নিয়ে যাও এবং গোসল সার। ঐ মহিলা দাঁড়িয়ে দেখছিলো যে, তার পানি নিয়ে কী করা হচ্ছে। আল্লাহ্‌র কসম! যখন তার থেকে পানি নেয়া শেষ হ'ল তখন আমাদের মনে হ'ল, মশকগুলো পূর্বাপেক্ষা অধিক ভর্তি। তারপর নবী ﷺ বললেন ঃ মহিলার জন্যে কিছু একত্র কর। লোকেরা মহিলার জন্যে আজওয়া (বিশেষ খেজুর), আটা ও ছাতু এনে একত্র করলেন। যখন তাঁরা উল্লেখযোগ্য পরিমাণ খাদ্যসামগ্রী জমা করলেন, তখন তা একটা কাপড়ে বেঁধে মহিলাকে উটের উপর সওয়ার করালেন এবং তার সামনে কাপড়ে বাঁধা গাঁঠরিটি রেখে দিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তুমি জান যে, আমরা তোমার পানি মোটেই কম করিনি ; বরং আল্লাহ তা'আলাই আমাদের পানি পান করিয়েছেন। এরপর সে তার পরিজনের কাছে ফিরে গেল। তার বেশ দেরী হয়েছিল। পরিবারের লোকজন তাকে জিজ্ঞাসা করলো, হে অমুক ! তোমার এত দেরী হল কেন? উত্তরে সে বলল ঃ একটা আশ্চর্যজনক ঘটনা! দু'জন লোকের সাথে আমার দেখা হয়েছিল। তারা আমাকে সেই লোকটির কাছে নিয়ে গিয়েছিল, যাকে সাবি' বলা হয়। আর সেখানে সে এ সব করল। এ বলে সে মধ্যমা ও তর্জনী আঙুল দিয়ে আসমান ও যমীনের দিকে ইশারা করে বলল, আল্লাহ্‌র কসম ! সে এ দু'টির মধ্যে সবচাইতে বড় জাদুকর, নয় তো সে বাস্তবিকই আল্লাহ্‌র রাসূল। এ ঘটনার পর মুসলিমরা ঐ মহিলার গোত্রের আশপাশের মুশরিকদের উপর হামলা করতেন কিন্তু মহিলার সাথে সম্পর্কযুক্ত গোত্রের কোন ক্ষতি করতেন না। একদিন মহিলা নিজের গোত্রকে বলল ঃ আমার মনে হয়, তারা ইচ্ছা করে তোমাদের নিষ্কৃতি দিচ্ছে। এ সব দেখে কি তোমরা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হবে না? তারা সবাই মহিলাটির কথা মেনে নিল এবং ইসলামে দাখিল হয়ে গেল।

আবূ 'আবদুল্লাহ (র) বলেন ঃ صبأ শব্দের অর্থ নিজের দীন ছেড়ে অন্যের দীন গ্রহণ করা। আবুল 'আলিয়া (র) বলেন ঃ صابئين হচ্ছে আহলে কিতাবের একটা দল, যারা যবূর কিতাব পড়ে থাকে। اصب শব্দের[১] অর্থ ঝুঁকে পড়া।

banglainternet.com

১.সূরা ইউসুফের ৩৩ নং আয়াতে এ শব্দটি এসেছে।

٢٣٩. بَابٌ إِذَا خَافَ الْجُنُبُ عَلَى نَفْسِهِ الْمَرَضَ أَوِ الْمَوْتَ أَوْ خَافَ الْعَطَشَ تَيَمَّمَ ،

وَيُذْكَرُ أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ أَجْنَبَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ فَتَيَمَّمَ وَتَلاَ وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يُعَنِّفْ

২৩৯. পরিচ্ছেদ ঃ জুনুবী ব্যক্তির রোগ বৃদ্ধির, মৃত্যুর বা তৃষ্ণার্ত থেকে যাওয়ার আশংকা বোধ হলে তায়াম্মুম করা

বর্ণিত আছে যে, এক শীতের রাতে 'আমর ইব্নু'ল 'আস্ (রা) জুনুবী হয়ে পড়লে তায়াম্মুম করলেন। আর (এ প্রসঙ্গে) তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন ঃ তোমরা নিজেদের হত্যা করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু। (৪ ঃ ২৯) এরপর নবী ﷺ—এর কাছে বিষয়টির উল্লেখ করা হলে তিনি তাকে দোষারোপ করেন নি

٣٣٨ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ قَالَ أَبُو مُوسَى لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ لاَ يُصَلِّي قَالَ عَبْدُ اللَّهِ نَعَمْ إِنْ لَمْ أَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا لَمْ أُصَلِّ لَوْ رَخَّصْتُ لَهُمْ فِي هَذَا كَانَ إِذَا وَجَدَ أَحَدُهُمُ الْبَرْدَ قَالَ هَكَذَا يَعْنِي تَيَمَّمَ وَصَلَّى قَالَ قُلْتُ فَأَيْنَ قَوْلُ عَمَّارٍ لِعُمَرَ قَالَ إِنِّي لَمْ أَرَ عُمَرَ قَنِعَ بِقَوْلِ عَمَّارٍ .

৩৩৮ বিশর ইব্ন খালিদ (র).....আবূ ওয়াইল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আবূ মূসা (রা) 'আবদুল্লাহ ইব্ন মাস'উদ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ (জুনুবী) পানি না পেলে কি সালাত আদায় করবে না? 'আবদুল্লাহ (রা) বললেন ঃ হাঁ, আমি এক মাসও যদি পানি না পাই তবে সালাত আদায় করব না। এ ব্যাপারে যদি লোকদের অনুমতি দেই তা হলে তারা একটু শীত বোধ করলেই এরূপ করতে থাকবে। অর্থাৎ তায়াম্মুম করে সালাত আদায় করবে। আবূ মূসা (রা) বললেন ঃ তাহলে 'উমর (রা)-এর সামনে 'আম্মার (রা)-এর কথার তাৎপর্য কি হবে? তিনি উত্তরে বললেন ঃ 'উমর (রা) 'আম্মার (রা)-এর কথায় সন্তুষ্ট হয়েছেন বলে আমি মনে করি না।

٣٣٩ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ شَقِيقَ بْنَ سَلَمَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي مُوسَى فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى أَرَأَيْتَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِذَا أَجْنَبَ فَلَمْ يَجِدْ مَاءً كَيْفَ يَصْنَعُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لاَ يُصَلِّي حَتَّى يَجِدَ الْمَاءَ فَقَالَ أَبُو مُوسَى فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِقَوْلِ عَمَّارٍ حِينَ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ كَانَ يَكْفِيكَ قَالَ أَلَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ بِذَلِكَ فَقَالَ أَبُو مُوسَى فَدَعْنَا مِنْ قَوْلِ عَمَّارٍ كَيْفَ تَصْنَعُ بِهَذِهِ الآيَةِ فَمَا دَرَى

banglainternet.com

عَبْدُ اللّٰهِ مَا يَقُوْلُ فَقَالَ اِنَّا لَوْرَخَّصْنَا لَهُمْ فِيْ هٰذَا لَاَوْشَكَ اِذَا بَرَدَ عَلٰى اَحَدِهِمُ الْمَاءَ اَنْ يَدَعَهُ وَيَتَيَمَّمَ فَقُلْتُ لِشَقِيْقٍ فَاِنَّمَا كَرِهَ عَبْدُ اللّٰهِ لِهٰذَا قَالَ نَعَمْ .

৩৩৯ 'উমর ইব্ন হাফস্ (র).....শাকীক ইব্ন সালামা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি 'আবদুল্লাহ ইব্ন মাস'উদ ও আবূ মূসা (রা)-এর কাছে ছিলাম। তাঁকে আবূ মূসা (রা) বললেন ঃ হে আবূ 'আবদুর রহমান। কেউ জুনুবী হলে যদি পানি না পায় তবে কি করবে? তখন 'আবদুল্লাহ (রা) বললেন ঃ পানি না পাওয়া পর্যন্ত সালাত আদায় করবে না। আবূ মূসা (রা) বললেন ঃ তা হলে 'আম্মার (রা)-এর কথার উত্তরে আপনি কি বলবেন? তাঁকে যে নবী ﷺ বলেছিলেন (তায়াম্মুম করে নেয়া) তোমার জন্যে যথেষ্ট ছিল। 'আবদুল্লাহ (ইব্ন মাস'উদ) (রা) বললেন ঃ তুমি দেখ না 'উমর (রা) 'আম্মারের এই কথায় সন্তুষ্ট ছিলেন না? আবূ মূসা (রা) পুনরায় বললেন ঃ 'আম্মারের কথা বাদ দিলেও তায়াম্মুমের আয়াতের কী ব্যাখ্যা করবেন? 'আবদুল্লাহ (রা) এর কোন উত্তর দিতে পারলেন না। তিনি তবুও বললেন ঃ আমরা যদি লোকদের তার অনুমতি দিয়ে দেই তাহলে আশঙ্কা হয়, কারো কাছে পানি ঠাণ্ডা মনে হলেই তায়াম্মুম করবে। রাবী আ'মাশ (র) বলেন ঃ আমি শাকীক (র)-কে প্রশ্ন করলাম, " আবদুল্লাহ (রা) এ কারণে কি তায়াম্মুম অপসন্দ করেছিলেন?" তিনি বললেন ঃ হাঁ।

٢٤٠. بَابُ التَّيَمُّمِ ضَرْبَةٌ

২৪০. পরিচ্ছেদ ঃ তায়াম্মুমের জন্য মাটিতে একবার হাত মারা

٣٤٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ وَاَبِيْ مُوْسٰى الْاَشْعَرِيِّ فَقَالَ لَهُ اَبُوْ مُوْسٰى لَوْ اَنَّ رَجُلاً اُجْنَبَ فَلَمْ يَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا ، اَمَا كَانَ يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّيْ، قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ لَايَتَيَمَّمُ وَاِنْ كَانَ لَمْ يَجِدْ شَهْرًا فَقَالَ لَهُ اَبُوْ مُوْسٰى فَكَيْفَ تَصْنَعُوْنَ بِهٰذِهِ الْاٰيَةِ فِيْ سُوْرَةِ الْمَائِدَةِ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا . فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ لَوْ رُخِّصَ لَهُمْ فِيْ هٰذَا لَاَوْشَكُوْا اِذَا بَرَدَ عَلَيْهِمُ الْمَاءُ اَنْ يَّتَيَمَّمُوا الصَّعِيْدَ قُلْتُ وَاِنَّمَا كَرِهْتُمْ هٰذَا لِذَا قَالَ نَعَمْ فَقَالَ اَبُوْ مُوْسٰى اَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارٍ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بَعَثَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ حَاجَةٍ فَاَجْنَبْتُ فَلَمْ اَجِدِ الْمَاءَ فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيْدِ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْكَ اَنْ تَصْنَعَ هٰكَذَا فَضَرَبَ بِكَفِّهِ ضَرْبَةً عَلَى الْاَرْضِ ثُمَّ نَفَضَهَا ثُمَّ مَسَحَ بِهَا ظَهْرَ كَفِّهِ بِشِمَالِهِ اَوْ ظَهْرَ شِمَالِهِ بِكَفِّهِ ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ . فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ اَفَلَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ بِقَوْلِ عَمَّارٍ وَزَادَ يَعْلٰى عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ وَاَبِيْ مُوْسٰى فَقَالَ اَبُوْ مُوْسٰى

banglainternet.com

اَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارٍ لِعُمَرَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَنِىْ اَنَا وَاَنْتَ فَاَجْنَبْتُ فَتَمَعَّكْتُ بِالصَّعِيْدِ فَاَتَيْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبَرْنَاهُ فَقَالَ اِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْكَ هٰكَذَا وَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ وَاحِدَةً .

৩৪০ মুহাম্মদ ইব্ন সালাম (র).....শাকীক (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি 'আবদুল্লাহ (ইব্ন মাস'উদ) ও আবূ মূসা আশ'আরী (রা)-এর সঙ্গে বসা ছিলাম। আবূ মূসা (রা) 'আবদুল্লাহ (রা)-কে বললেন ঃ কোন ব্যক্তি জুনুবী হলে সে যদি এক মাস পর্যন্ত পানি না পায়, তা হলে কি সে তায়াম্মুম করে সালাত আদায় করবে না? শাকীক (র) বলেন, 'আবদুল্লাহ (রা) বললেন ঃ একমাস পানি না পেলেও সে তায়াম্মুম করবে না। তখন তাঁকে আবূ মূসা (রা) বললেন ঃ তাহলে সূরা মায়িদার এ আয়াত সম্পর্কে কি করবেন যে, "পানি না পেলে পাক মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করবে" (৫ ঃ ৬)। 'আবদুল্লাহ (রা) জওয়াব দিলেন ঃ মানুষকে সেই অনুমতি দিলে অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌছার সম্ভাবনা রয়েছে যে, সামান্য ঠাণ্ডা লাগলেই লোকেরা মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করবে। আমি বললাম ঃ আপনারা এ জন্যেই কি তা অপসন্দ করেন? তিনি জবাব দিলেন, হাঁ। আবূ মূসা (রা) বললেন ঃ আপনি কি 'উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-এর সম্মুখে 'আম্মার (রা)-এর এ কথা শোনেন নি যে, আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ একটা প্রয়োজনে বাইরে পাঠিয়েছিলেন। সফরে আমি জুনুবী হয়ে পড়লাম এবং পানি পেলাম না। এজন্য আমি জন্তুর মত মাটিতে গড়াগড়ি দিলাম। পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে ঘটনাটি বিবৃত করলাম। তখন তিনি বললেন ঃ তোমার জন্য তো এটুকুই যথেষ্ট ছিল—এই বলে তিনি দু' হাত মাটিতে মারলেন, তারপর তা ঝেড়ে নিলেন এবং তা দিয়ে তিনি বাম হাতে ডান হাতের পিঠ মসেহ করলেন কিংবা রাবী বলেছেন, বাম হাতের পিঠ ডান হাতে মসেহ করলেন। তারপর হাত দুটো দিয়ে তাঁর মুখমণ্ডল মসেহ করলেন। 'আবদুল্লাহ (রা) বললেন ঃ আপনি দেখেন নি যে, 'উমর (রা) 'আম্মার (রা)-এর কথায় সন্তুষ্ট হন নি? ইয়া'লা (র) আ'মাশ (র) থেকে এবং তিনি শাকীক (র) থেকে আরো বলেছেন যে, তিনি বললেন ঃ আমি 'আবদুল্লাহ (রা) ও আবূ মূসা (রা)-এর কাছে হাযির ছিলাম; আবূ মূসা (রা) বলেছিলেন ঃ আপনি 'উমর (রা) থেকে 'আম্মারের এ কথা শোনেন নি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে ও আপনাকে বাইরে পাঠিয়েছিলেন। তখন আমি জুনুবী হয়ে গিয়ে মাটিতে গড়াগড়ি দিয়েছিলাম। তারপর আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এসে এ বিষয় তাঁকে জানালাম। তখন তিনি বললেন ঃ তোমার জন্যে এই যথেষ্ট ছিল—এ বলে তিনি তাঁর মুখমণ্ডল ও দু' হাত একবার মসেহ করলেন?

٢٤١. بَابٌ

২৪১. পরিচ্ছেদ

٣٤١ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا عَوْفٌ عَنْ اَبِىْ رَجَاءٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ الْخُزَاعِىُّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَاٰى رَجُلاً مُعْتَزِلاً لَمْ يُصَلِّ فِى الْقَوْمِ فَقَالَ يَا فُلاَنُ مَا مَنَعَكَ اَنْ تُصَلِّىَ فِى الْقَوْمِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَصَابَتْنِىْ جَنَابَةٌ وَلاَ مَاءَ قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّعِيْدِ فَاِنَّهُ يَكْفِيْكَ .

banglainternet.com

৩৪১ আবদান (র).....আবূ রাজা' (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ 'ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন আল-খুযা'ঈ (রা) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে জামা'আতে সালাত আদায় না করে পৃথক দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন। তিনি লোকটিকে ডেকে বললেন ঃ হে অমুক! তুমি জামা'আতে সালাত আদায় করলে না কেন? লোকটি বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার গোসলের প্রয়োজন হয়েছিল, কিন্তু পানি নেই। তিনি বললেন ঃ তুমি পবিত্র মাটির ব্যবহার (তায়াম্মুম) করবে। তা-ই তোমার জন্য যথেষ্ট।

For more…goto www.Banglainternet.com